The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 159-176, ISSN 2306-3920

"মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গ : তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা"

সুলতানা আক্তার*

[**সার-সংক্ষেপ :** ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মারণাঘাতের পর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করেন এবং আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ও সমর্থক পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে আশ্রয় নেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদ নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রথমেই দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানান যাতে ইয়াহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে মুজিবনগর সরকার তৎপর হয়ে উঠে বিশেষ করে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। মূলত মুক্তিযুদ্ধকালীন তাজউদ্দীন আহমদের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ত্বরান্বিত হয়।]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দুটি অংশ পরস্পর থেকে পনের শত মাইল দূরে অবস্থিত। শুধু ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও যেমন-ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতি থেকেও দুই অঞ্চল পরস্পর থেকে পৃথক। শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মিল ছিল না। পাকিস্তান

---

* **ড. সুলতানা আক্তার :** সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠার পর আশা করা হয়েছিল যে, উভয় অংশের জনগণ জীবনের সর্বস্তরে ভ্রাতৃসুলভ সৌহার্দ্য নিয়ে মিলেমিশে বসবাস করবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হলে দ্বিতীয়বার সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা অর্পণের অঙ্গীকার করেন। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিস্ময়কর বিপুল বিজয় অর্জন করে। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। এটি ছিল লোক দেখানো। ভেতরে ভেতরে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল কিভাবে নির্বাচনের রায়কে বানচাল করা যায়। এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো যুক্ত হন। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়।এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর এ আহ্বানে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর নির্বিচারে আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে (রশীদ, ২০০৯ : ৪৩)। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মারণাঘাতের পর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করেন এবং আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ও সমর্থক পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে আশ্রয় নেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদ নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। তিনি প্রথমেই দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমান প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তাজউদ্দীন আহমদ কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন তা আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা:

মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা সম্পর্কে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, বই পুস্তক, প্রবন্ধে আলোচনা করা হলেও তা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এ সম্পর্কে সামগ্রিক গবেষণা, তথ্যবহুল পুস্তক প্রকাশ অথবা এ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা সম্বলিত কোন গ্রন্থ আমার জানামতে প্রকাশিত হয়নি এবং কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান গবেষণা "মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গঃ তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা" আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ।

তথ্য সংগ্রহের উৎস :

- রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পাদিত (১৯৮২), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র,* তৃতীয় খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পাদিত (১৯৮৫), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র,* পঞ্চদশ খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ
- প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ
- পত্র-পত্রিকা
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার

গবেষণা প্রশ্ন:

- *মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তাজউদ্দীন আহমদ কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন?*
- *বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব আছে কি-না?*

গবেষণার পদ্ধতি:

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় হওয়ায় এতে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন দলিল ও প্রকাশিত গ্রন্থ/পত্রিকা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস) থেকে বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ তথা যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষকের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি ২টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, দ্বিতীয় ভাগে মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা:

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ থেকে শুরু করে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরচ করেন। মূলত এসময়

অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মী তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে তার বাসার নিচে লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ আলোচনা করেন। এদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে একে একে বিদায় নেন। সারা দিনই অসংখ্য মানুষ তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু এদিন খোন্দকার মোশতাক আহমদকে ৩২ নম্বরে দেখা যায়নি (মিয়া,১৯৯৩: ৭৬)। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চের সন্ধ্যায় যখন পাকিস্তানি আক্রমণ অত্যাসন্ন তখন বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে ঢাকারই শহরতলীতে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন, যাতে শীঘ্রই তাঁরা পূনরায় একত্রিত হতে পারেন (হাসান, ১৯৮৬: ৮-৯)। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর আক্রমণ শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছেন যে, ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর অর্থ্যাৎ ২৬ মার্চ ০০:৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমেদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেবকে যাতে বার্তা পাঠানো হয়, তার জন্য বঙ্গবন্ধু ব্যবস্থা করেছিলেন (মিয়া, ১৯৯৩: ৭৬)। ওয়্যারলেসে পাঠানো বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি ছিল:

> This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. (Salik, 1997: 75)

এ প্রসঙ্গে টিক্কা খানের জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক লিখেছেন :

> When the first shoot had been fired, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like a prerecorded message, the Sheikh Proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. (Salik, 1997: 75) কলকাতার *The Statesman* কাগজের প্রধান শিরোনাম ছিল 'Bangladesh Declares Independence…' এ পত্রিকায় বলা হয়: Sheikh Mujibur Rahman tonight proclaimed East Pakistan a 'Sovereign independent People's Republic ofBangladesh'. The declaration, broadcast over a clandestine radio station, was made shortly before President Yahya Khan went on the air in the west wing to announce that he had ordered the army to reassert its authority in the eastern wing, say UNI and PTI. (*The Statesman*, Calcutta, 27 March, 1971)

বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা তৈরি হয়েছিল বলে তাঁর সে সময়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন যুবনেতা সিরাজুল আলম খান নিশ্চিত করেছেন। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য হলো, তিনি তিন লাইনের একটি খসড়া ইংরেজিতে তৈরি করেন। তাজউদ্দীন আহমদ এটি পরিমার্জন করে দেন। সন্ধ্যায় এটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখানো হয় (আহমদ, ২০১৭: ৭৮)। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল শুধুই একটি আইনি ব্যাপার। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে পরবর্তীকালে যে বিতর্ক হয়েছে, তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বড় সত্য হলো একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দাড়িয়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর পেছনে জনগণের ম্যান্ডেট ছিল এবং স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার একমাত্র তাঁরই ছিল। অন্য কেউ এই ঘোষণা দিয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে এটি বঙ্গবন্ধুর নামেই দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিকদের বৈধ প্রতিনিধি এবং নেতা (Sobhan, 2015: 288)। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এবং ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয়। ঘোষণাপত্রটিতে বলা হয় :

> ...বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন... (রহমান, ১৯৮২: ৪) ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি প্রসঙ্গ: তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা

পূর্বেই বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদ নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করেন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানান যাতে ইয়াহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে মুজিবনগর সরকার তৎপর হয়ে উঠে বিশেষ করে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর জন্য তিনি আবেগে অনেক সময় কেঁদেও ফেলেছেন। এ বিষয়ে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীপরিষদ সচিব এইচ.টি ইমাম বলেন:

> মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার প্রায় সব সভা এবং বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রসঙ্গ উঠত। বাঙালি জাতির চোখের মণি

> বঙ্গবন্ধু কোথায়, কীভাবে আছেন তা জানার জন্য সকলের, বিশেষ করে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে আমি এক উদ্বেগাকুল বন্ধুকে দেখেছি। নেতা বঙ্গবন্ধু সঙ্গে নেই, এ-কথা প্রধানমন্ত্রী একটি মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারতেন না। মন্ত্রিসভার সভায় বা অন্য আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর কথা উঠলেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। তিনি তাঁর হাতের তালু দিয়ে, কখনও বা রুমাল দিয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে-পড়া পানি মুছতেন। এ-দৃশ্য আমি প্রায়শই লক্ষ্য করেছি। উপস্থিত সকলেই ভারাক্রান্ত হতেন। পরিবেশ ভারী হয়ে উঠত (ইমাম, ২০১২:৪২)।

পাকিস্তানিদের হাত থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রথম থেকেই তৎপর ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২ মে তারিখে মুজিবনগর মন্ত্রীসভায় গৃহীত একটি সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে চাপ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। যখন মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারে যে, পাকিস্তানি কারাগারে বঙ্গবন্ধু বন্দি আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার প্রহসনমূলক বিচার করার আয়োজন করা হয়েছে তখন উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভায় এই সিদ্ধান্ত নেন : ‘জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হলো (ইমাম, ২০১২:৪২-৪৩)।’ আবার ৫ মে তারিখে সংবাদ-মাধ্যম, গোয়েন্দা মাধ্যম ও কূটনৈতিক মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

> মন্ত্রিসভা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান সম্মন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। পাকিস্তান সরকারের দাবি অনুযায়ী মহান নেতার গ্রেফতারের খবর সত্যি হলে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ইমাম, ২০১২:৪৩)।

উপরের সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধুকে ‘মহান নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকারের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিবিড় কূটনৈতিক তৎপরতা ছাড়াও প্রচার মাধ্যমেরও সহায়তা নেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, বৃটেন ইত্যাদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এবং রেডিও- টেলিভিশনের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল (ইমাম, ২০১২:৪৩)। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এ সময় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলোর কাছে আহ্বান জানান। তাঁর এ তৎপরতার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি বঙ্গবন্ধুর বিচার ও বাঙালিদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘন করা না হয়, সে বিষয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে চিঠি লিখেন (*Bangladesh Documents,* 1972:510)।

পাকিস্তান সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে বন্দি বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা বিধান, অবৈধ গোপন বিচার বন্ধ এবং তাঁর মুক্তির লক্ষ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ১৩ জুন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ, গণতান্ত্রিক দেশসমূহ, মুসলিম বিশ্বসহ সকল দেশের প্রতি ‘জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা বিধান এবং অবিলম্বে মুক্তির ব্যবস্থা’ করার আহ্বান জানান (Biswas, 2005:46)। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২১ শে জুলাই জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিটেন, চীন, ভারত, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানমন্ত্রীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন (*দৈনিক আনন্দবাজার,* ২২ জুলাই, ১৯৭১)। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর বিচারের আয়োজন চলছে। এ সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুজিবনগর সরকার বিশেষত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ২৯ জুলাই বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য বিশ্ববাসী এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে আবেদন জানান (*জয়বাংলা*, ৩০ জুলাই, ১৯৭১)। একই সময়ে জুলাই (১৯৭১) মাসে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশচন্দ্রের সাথে এক বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। ফলে এই বৈঠকের পর বিশ্ব শান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর আশুমুক্তির জন্য আবেদন জানানো হয় (দে,২০১১:৩৮)।

১৯৭১ সালের ৩ আগস্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনের প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রদ্রোহ, প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে বলে ঘোষণা করেন। এক বিশেষ সামরিক আদালতে এ বিচার হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মারাত্মক উদ্বেগ, হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বেতার ভাষণে ও সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে এ চক্রান্তের প্রতিবাদ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানান (উজ্জামান, ২০১৭: ২৬২)।তাদের

এ আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট ১০ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রশ্নে সামরিক জান্তার উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বলেন:

> The Secretary General feels that it is an extremely sensitive and delicate matter which falls within the competence of the judicial system of a member state, in this case, Pakistan. It is also a matter of extraordinary interest and concern in many quarters, from a humanitarian as well as from a political point of view. The Secretary General has received and is still receiving almost everyday expressions at serious concern from representatives of Governments about the situation of East Pakistan and there is a general feeling that the restoration of peace normalcy in the region is remote unless some kind of accommodation is reached. The Secretary General shares the feelings of many representatives that any developments concerning the fate of Sheikh Mujibur Rahman will inevitably have repercussions outside the borders of Pakistan. (*International Hearld Tribune,* (Paris), 10 August, 1971)

মহাসচিব বিষয়টিকে শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ারাধীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন নি। তিনি মনে করেছিলেন যে রাজনৈতিক গুরুত্ব ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। সভ্যতার স্বাভাবিক মানদন্ডে এবং জাতিসংঘ সনদের মুখবন্ধে বর্ণিত পঙক্তিমালা অনুযায়ী এই বিচারের আয়োজন সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে গোপন বিচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে। এ সংস্থা পরিস্কারভাবে বলে যে, 'Justice has nothing to hide.' (হোসেন, ২০১২: ১১৭) শেখ মুজিবের বিচারের প্রশ্নে উথান্টের সাবধান বাণী তাঁদের 'ক্ষিপ্ত' করে তোলে। তাই ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে মহাসচিবের এই বিবৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর নির্দেশ দেয়। পাকিস্তান সরকার সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোও মহাসচিবের অব্যাহত নিন্দা জানায় (*দৈনিকসংগ্রাম*, ২১ আগস্ট, ১৯৭১)। তাছাড়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও এসময় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। দৈনিক যুগান্তর (কলিকাতা)-এর ৮ আগস্ট ১৯৭১ সংখ্যায় "বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি-কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, চরম অত্যাচার চালিয়ে ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম দমন করতে না পেরে ইয়াহিয়া খান এখন বাঙালির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে উদ্যত। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করছে। বিবৃতিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে ইয়াহিয়া খানকে বাধ্য

করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করা হয়েছে (*দৈনিক যুগান্তর* (কলিকাতা), ৮ আগস্ট, ১৯৭১)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সামরিক আদালতে গোপন বিচারের খবর ১০ আগস্ট পাকিস্তানের 'দি ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (Sing, 1999: 21-22)। ট্রিবিউন ডি জেনেভা পত্রিকায় বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গোপন বিচারের অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত ভারত উপমহাদেশে অধিকতর তিক্ততা, যুদ্ধ ও ধ্বংস ডেকে আনবে (Sing, 1999: 33-34)। বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী চব্বিশটি দেশের কাছে আবেদন জানান যে, 'শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার্থে কিছু একটা করার জন্য (আলম, ২০১৬: ৩৩৮)।' ১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে একটি বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি বলেন:

> আমরা আশা করছি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাণদন্ড দেওয়ার অজুহাত হিসেবে তথাকথিত বিচারকে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির অবনতি হবে এবং ভারতে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর অনুভূতির কারণে ভারতেও এর চরম প্রতিক্রিয়া হবে। আমরা অনুরোধ করছি, এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার বৃহত্তর স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেন একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, সেজন্য আপনি তাঁর ওপর আপনার প্রভাব খাটান (Khasru, 2010: 149-150)।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এই বার্তার কোনো জবাব দেননি (Khasru, 2010: 149-150)। ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার বন্ধ ও তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট আবেদন জানিয়ে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবের বিচার করার মত আইনগত, সংবিধানগত অথবা অন্য কোন অধিকার পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নেই। ক্ষমতামত্ত পাঞ্জাবি পুঁজিপতি ও সামরিক চক্রের এটা একটি গণহত্যারূপী চক্রান্ত। শুধু বাংলাদেশের কল্যাণের স্বার্থে নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তির জন্যও শেখ মুজিবের উপস্থিতি প্রয়োজন। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন নিয়ে কিছু করা হলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দারুণ সংকট দেখা দেবে (*দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা (কলিকাতা)*, ১৩ আগস্ট, ১৯৭১)।' শুধু বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষই নয় খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকেও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের একটি গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে ইয়াহিয়া খানের বরাবরে আবেদন করেন। ১৭ আগস্ট জেনেভাস্থ

আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য ইয়াহিয়া খানের কাছে আবেদন জানান (আলম, ২০১৬: ৩৩৮-৩৩৯)। ১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর পাকিস্তানের ৪২ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তি চেয়ে যৌথ বিবৃতি দেন (রুশদী, ২০১৭:১৩২)। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে ছিলেন তেহরিক-ই-ইস্তিকলাল পার্টির প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান, লেনিন শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, পাকিস্তান সোশালিস্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম, পাকিস্তান টাইমস-এর সাবেক সম্পাদক মাজহার আলী খান, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ (*Hindustan Standard,* 6 November, 1971)। উল্লেখ্য যে, বিবৃতিদাতাদের বেশির ভাগই ছিলেন বামপন্থী।

যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গোপন বিচার পাকিস্তানি জেলে শুরচ হয় তখন খোন্দকার মোশতাক 'স্বাধীনতা না শেখ মুজিবের মুক্তি' প্রবাসী সরকারের মধ্যে এরূপ প্রচারণা চালান এবং একই সময়ে এ ধরনের প্রশ্ন তুলে প্রচারপত্রও ছড়ানো হয়। মোশতাক তাঁর উপদল নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে ৮টি গোপন বৈঠক করেন (সরকার, ২০০৮: ৪৬৮)। খোন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে নমনীয় নীতি গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি ১৪ আগস্ট তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে জহিরচ্ল কাউয়ুমকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমঝোতার জন্য পাঠিয়েছিলেন (সাইয়িদ, ২০১৪: ২৩০)। এ প্রসঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জার লিখেছেন:

> 'Qaium appeared on schedule on August 14. He affirmed that if Mujib were allowed to participate in these negotiations, his group might settle for less than total independence so long as Islamabad accepted the Awami League's six points.' (Kissinger, 1979: 870)

অথচ বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তাদের সাথে পরামর্শ না করেই খোন্দকার মোশতাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৯ আগস্ট মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তার সাথে জহিরচ্ল কাইয়ুম দেখা করেন। এ বৈঠকে তিনি বলেন, 'Mujib's life is more valuable than independence.' (Rahim, 2000:182) কিন্তু তখন বাংলাদেশের জনগণ এবং মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং স্বাধীনতা দুটো আদায়ের ব্যাপারেই বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য তাজউদ্দীন আহমদ নোবেল বিজয়ী শন ম্যাকব্রাইডের শরণাপন্ন হন। শন ম্যাকব্রাইড এ বিষয়ে বলেন যদি মুজিবনগর সরকার আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন করেন তবে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কাজ করবেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

খোন্দকার মোশতাকের কাছে পাঠান। কারণ আবেদন পাঠাতে হতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে (উজ্জামান, ২০১৭: ২০৯)। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম খোন্দকার মোশতাককে বিষয়টা বলা শেষ করতে না করতে এবং ম্যাকব্রাইডের পত্র না পড়েই মন্তব্য করেন: 'You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence. You can't have both.' আমীর-উল-ইসলাম তখন স্তম্ভিত হয়ে উত্তর দেন : 'We want both. Sheikh without independence or independence without Sheikh both are incomplete.' (রহমান, ১৯৮৫:১৫৮) বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তাজউদ্দীন আহমদ যথেষ্ট চেষ্টা করলেও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ যারা প্রধানমন্ত্রীর পদ পেতে চেয়েছিলেন তারা তাজউদ্দীন আহমদের বিরূদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় নামে। এ বিষয়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন:

> "বঙ্গবন্ধুর বিচারের যে ঘোষণা পাকিস্তান সরকার দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন বিরোধী আওয়ামী লীগের কোন কোন উপদল এক ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তাদের মতে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট করছেন না। অথচ এটাই হওয়া উচিত আমাদের প্রথম লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার যে যথেষ্ট করছেন না তার কারণ হলো বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলে কারো কারো নেতৃত্ব আর থাকবেনা (আনিসুজ্জামান, ২০১৩:১৫৩)।"

তাজউদ্দীন আহমদের বিরূদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা করে ষড়যন্ত্রকারীরা বেশিদূর আগাতে পারেনি। কারণ মিথ্যা প্রচারণা অচিরেই প্রমাণ হয়ে যায়। খোন্দকার মোশতাক গ্রূপ আসলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির কথা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় পাকিস্তানের সাথে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত দক্ষ সংগঠকের মতো মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন বন্ধ করার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন:

> জনগণের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারূদ্ধ করে সামরিক আদালতে গোপন বিচারের আয়োজন হয়েছে এবং তার পক্ষ সমর্থনের জন্য খলনায়ক ইয়াহিয়া সন্দেহজনকভাবে আইনজ্ঞ চাপিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষ তাই আবার ঘৃনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানী শাসকচক্রের মিথ্যা ভাষণে এবং কলঙ্ক মোচনের কলাকৌশলে কেউ প্রতারিত হবে না। বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রসঙ্গে আমি পৃথিবীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভালবাসা মেখে তাদের সুখের স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন দস্যুদের কবলে পড়ায় তিনি আজ বন্দি

> জীবন যাপন করছেন। তার বিচারের প্রহসনের বিরচদ্ধে অন্যান্য দেশের সরকার ও জনগণ এবং আইন বিশেষজ্ঞসহ নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলার সর্বপ্রকার চেষ্টাই করেছে বাংলাদেশের সরকার ও জনসাধারণ। কিন্তু বর্বর চক্রের অন্ধ ঔদ্ধত্যের উপর এর তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। তবে দেশবাসীকে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, বিচারের নামে যারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে, পরিণামে শাস্তি পেতে হবে তাদেরকেই। আর ইসলামাবাদের উপর যে সব সরকারের কিছুমাত্র প্রভাব আছে, শেখ সাহেবের মুক্তি সাধনের জন্য তাদের কাছে আমি আবার আবেদন জানাই (রিমি, ২০০০: ১৪৯-১৫০)।

বলাবাহুল্য, তাজউদ্দীন আহমদ এই ভাষণে ‘ইসলামাবাদের উপর যাদের প্রভাব রয়েছে’ বলতে যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই আঙ্গুল তুলেছেন। পাকিস্তান সরকার এসময় তার বন্ধু রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এসময় দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাজউদ্দীন আহমদকে প্রশ্ন করেছিল- ‘স্বাধীনতা চাও না মুজিবকে চাও’। এর উত্তরে তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, ‘স্বাধীনতাও চাই, মুজিবকেও চাই। স্বাধীনতা এলেই মুজিবকে পেতে পারি’। কারণ তাজউদ্দীন আহমদ জানতেন আদর্শের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই মুক্তিযুদ্ধ আরো জোরদার হবে। আর এর দ্বারাই বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে (রিমি, ২০০০: ২৮৮)। এ বিষয়ে খান সারওয়ার মুরশিদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

> ‘আমাদের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি কোনটাই আলোচনার শর্ত হতে পারে না। জীবিত অবস্থায় সসম্মানে আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফেরত চাই। এবং আমরা যুদ্ধে জয়লাভও করতে চাই। ইনশাআল্লাহ্ আমরা এই দুটোই অর্জন করব।’ এই কথাটি তাজউদ্দীন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং এই মনোবল তাঁর ছিল। এটাই তাঁর কৌশল ছিল। তিনি যুদ্ধের প্রতি গুরচত্ব শিথিল করতে রাজি ছিলেন না এবং কোন রকম আপস-আলোচনায় তিনি যেতে চান নি (রিমি, ২০১২: ২২৩)।

এদিকে ১৯৭১ সালের ৬ অক্টোবর সাপ্তাহিক জয় বাংলা প্রতিনিধিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি পুনর্বার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আমাদের সরকারের ৪ দফা পূর্বশর্ত: (*সাপ্তাহিক জয়বাংলা* (মুজিবনগর), ৮ অক্টোবর, ১৯৭১)

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি,
২. বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি,

৩. বাংলাদেশ থেকে সকল পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার এবং
৪. বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা পর্যন্ত কারো সাথে কোন আলোচনার প্রশ্নই ওঠেনা।

১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন সামরিক বিচার ও তাঁকে 'কনডেম সেলে' রাখায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন (সাইয়িদ, ২০১৪: ২২৮)। যাতে ভারত সরকার বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে। ২১ অক্টোবর ১৯৭১, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয় (*সাপ্তাহিক জয়বাংলা*, অতিরিক্ত সংখ্যা (মুজিবনগর), ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১)। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, লন্ডন থেকে এক কিশোরী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের নিকট পত্র লিখে তার প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করার আবেদন জানায়। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকার ২২ অক্টোবর সংখ্যার এক সংবাদে বলা, লন্ডনের ওয়েড নেসবাবির আবদুল মতিন-এর নয় বছরের কন্যা বেবী আয়শা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে একটি চিঠি লিখে তার প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে খুনী ইয়াহিয়ার কারাগার থেকে মুক্ত করা এবং বাঙালিদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য আকুল আবেদন জানায়। পত্রটি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের বাসভবনে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মি. হীথের পক্ষে তার রাজনৈতিক সেক্রেটারী বেবী আয়শাকে চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী অনুরোধের বিষয়টি মনে রাখবেন (দে, ২০১১: ৫১)। এদিকে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ২৩ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার কৌশলগত দিক ঘোষণা করেন। তিনি বলেন:

> বাংলাদেশের জনসাধারণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজও পাকিস্তানের সামরিক চক্রের হাতে বন্দি রয়েছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের সকল পথ রূদ্ধ করে দেওয়া। তা করবার শক্তি আমাদের আছে এবং আমরা তাই করতে যাচ্ছি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আমরা চরম আঘাত হানবো আর তখনই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবেন (ইমাম, ২০১২:৬০)।

বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত তখনও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি না দেওয়ায় মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন

আহমদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেন। এ চিঠির প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাজউদ্দীন আহমদকে চিঠি পাঠান (Gandhi, 1972: 133)।১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে যখন স্বীকৃতি দেয়ার পর সেদিন সাংবাদিকরা তাজউদ্দীন আহমদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার প্রতিক্রিয়া কী ? তখন তিনি বলেন, 'আমার কাছে আপনারা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন আমার প্রতিক্রিয়া কী? আমি তো মাত্র ধাত্রীর কাজ করেছি। এবং যে ধাত্রী সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খবর পিতার কাছে পৌঁছাতে পারে না, সে ধাত্রীর যে রকম মনের অবস্থা, আমার অবস্থাও সেরকম।'এটা বলে তিনি কেঁদে ফেলেন। বলেন যে, 'মুজিব ভাইয়ের কাছে আমি খবরটা পৌঁছাতে পারছি না, এর চাইতে বড় দুঃখ আমার আর কী আছে!' (ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের সাক্ষাৎকার)। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পরেও তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে বলেন:

> বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনও শত্রুর কারাগারে। পাকিস্তানি শাসকদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা শেষ মুহূর্তেও অন্তত: শুভবুদ্ধির পরিচয় দিন, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করুন। এই দাবি মেনে নেবার সুফল সম্পর্কে পাকিস্তানকে অবহিত করাও তার বন্ধুদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি (*দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকার ঢাকায় আসার পর বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দকে প্রাণঢালা বীরোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় মুক্তিযুদ্ধের সফল সংগঠক তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়া বার বার মনে পড়ে বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবকে' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট প্রাঙ্গণে সরকারি কর্মচারিদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এ বক্তৃতায় তিনি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রসঙ্গ টেনে বলেন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এখন কোথায়, কেমন আছে, তা কেউ জানে না'। তিনি এ সময় স্পষ্টভাষায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করেন (*দৈনিক পূর্বদেশ*, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)। তিনি এসময় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর এ যোগাযোগের ফলে বিশ্বের অনেক দেশ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য বহু দেশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (*দৈনিক পূর্বদেশ*, ১ জানুয়ারি, ১৯৭২)। তাজউদ্দীন আহমদের এসব বক্তৃতা বিবৃতির প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর বিনাশর্তে মুক্তির খবর শুনে তাজউদ্দীন আহমদ ঐদিন রাত ১১টা ৫০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন:

> দেশের দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের আনন্দ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কেননা, আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা, মুক্তির দিশারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতদিন পর্যন্ত শত্রুর হাতে বন্দি রয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহান নেতার মুক্তির চেষ্টা চালিয়ে আসছে। আমরা জানতে পেরেছি, বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের চাপে ইসলামাবাদের একনায়ক সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর শোনার সাথে সাথে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। আজ শুধু একান্তভাবে প্রার্থনা করছি, আমাদের মহান নেতা আমাদের মাঝে ফিরে আসুন। রক্তস্নাত বাংলাদেশের মুখে হাসি ফুটে উঠুক। আসুন আমরা অযুথ কণ্ঠে বলি, 'জয় শেখ মুজিব'। 'জয় বাংলা' (*দৈনিক বাংলা*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২)।

মুজিবনগর সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মূলত বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের পর থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ উদ্বিগ্ন ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তির জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাজউদ্দীন আহমদ বিরোধী খোন্দকার মোশতাক গ্রুপ অপপ্রচার চালিয়েছিল যে, তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চান না এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। তাজউদ্দীন আহমদ তা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা প্রদান, বিশ্বনেতৃবৃন্দকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আহ্বানের কারণেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ত্বরান্বিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি অর্জন করে তাজউদ্দীন আহমদ অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তথ্য নির্দেশিকা:

আনিসুজ্জামান (২০১৩), *আমার একাত্তর*, পঞ্চম মুদ্রণ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ।

আহমদ, মহিউদ্দিন (অক্টোবর ২০১৭), *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা*, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন।

আলম, মাহবুবুল (২০১৬), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি ও জীবনধারা (১৯২০-১৯৭৫)*, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, জনতা প্রকাশ।

ইমাম, এইচ. টি. (২০১২), *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

উজ্জামান, মোহাম্মদ ফায়েক (২০১৭) *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, অনার্য।

দে, ড. সুনীল কান্তি (২০১১), *৭১-এ পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর বিচার ও বিশ্বপ্রতিক্রিয়া*, ঢাকা, জয়তী।

মিয়া, ড. এম এ ওয়াজেদ (১৯৯৩), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.।

রশীদ, ড. হারুন- অর (এপ্রিল ২০০৯), *ছেষট্টি থেকে একাত্তর*, মো. আখতারুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ৩০১৪ কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রহমান, হাসান হাফিজুরসম্পাদিত (১৯৮২), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পাদিত (১৯৮৫), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রুশদী, আন্দালিব (২০১৭), *একাত্তরের দলিল*, ঢাকা, আলোঘর প্রকাশনা।

রিমি, সিমিন হোসেন (সম্পা.) (২০০০), *তাজউদ্দীন আহমদ: ইতিহাসের পাতা থেকে*, ঢাকা, প্রতিভাস।

রিমি, সিমিন হোসেন (সম্পা.) (২০১২), *তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অনন্তধারা*, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, প্রতিভাস।

সরকার, মোনায়েম (সম্পা.) (২০০৮), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু (২০১৪), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা: কূটনৈতিক যুদ্ধ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

হাসান, মঈদুল (১৯৮৬), *মূলধারা একাত্তর*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

হোসেন, আশফাক (২০১২), *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ*, প্রথম সংস্করণ ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন।

Bangladesh Documents, (1972), New Delhi, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

Biswas, Sukumar (Ed.) (2005), *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Documents 1971,* Dhaka, Mowla Brothers.

Gandhi, Indira (1972), *India and Bangladesh: Selected Speeces and Statements March to December 1971*, New Delhi, Orient Longman.

Kissinger, Henry (1979), *White House Years*, Boston, Little Brown and Co.

Khasru, B. Z. (2010), *Myths and Facts: Bangladesh Liberation War*, New Delhi, Rupa Publications India Pvt. Ltd.

Rahim, Enayetur & Rahim, Joyece L (2000), *Bangladesh Liberation and the Nixon White House 1971*, Dhaka, Pustaka.

Salik, Siddiq (1997), *Witness to Surrender*, Dhaka, The University Press Limited.

Sobhan, Rehman (2015), *From Two Economics to Two Nations: My Journey to Bangladesh,* Dhaka, Daily Star Books.

Sing, Sheelendra Kumar (1999) *Bangladesh Documents,* Vol. II, Dhaka, The University Press Limited.

ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ১০ নভেম্বর, ২০১৮

আমীর-উল-ইসলাম একজন খ্যাতিমান আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সহযোগী আইনজীবী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ক'জন নেতা মুজিবনগর সরকার সংগঠন করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি তাজউদ্দীন আহমদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

দৈনিক আনন্দবাজার, ২২ জুলাই, ১৯৭১।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা (কলিকাতা), ১৩ আগস্ট, ১৯৭১।

জয়বাংলা, ৩০ জুলাই, ১৯৭১।

সাপ্তাহিক জয়বাংলা, অতিরিক্ত সংখ্যা (মুজিবনগর), ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১।

দৈনিকসংগ্রাম, ২১ আগস্ট, ১৯৭১।

দৈনিক যুগান্তর (কলিকাতা), ৮ আগস্ট, ১৯৭১।

দৈনিক পূর্বদেশ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

দৈনিক পূর্বদেশ, ১ জানুয়ারি, ১৯৭২।

দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২।

The Statesman, Calcutta, 27 March, 1971.

Hindustan Standard, 6 November, 1971.

[Abstract: On 25th March, 1971, after the Pakistani military's attack in Bangladesh, Bangabandhu was arrested by Pakistani occupied forces and most of the Awami League leaders and activists took shelter in the Eastern states of India. In the absence of Bangabandhu in 1971, Tajuddin Ahmed took the key responsibility of the leadership. On 10th April 1971, under the leadership of Tajuddin Ahmad, the government of Mujibnagar was formed with the aims of carrying out the liberation war against the Pakistan army. Tajuddin Ahmad first tried to lead the liberation war with successfully and took various initiatives for the release of Bangabandhu.At this time, he made a decision in the cabinet for the release of Bangabandhu and personally called to the international community so that the Yahya government was forced to release Bangabandhu. During Liberation war the government of Mujibnagar became active to the release of Bangabandhu, especially the prime minister of the Mujibnagar government, Tajuddin Ahmed played the most prominent role. Tajuddin Ahmed was anxious after the arrest of Bangabandhu. Tajuddin Ahmad gave speeches at different times to save the life of Bangabandhu and urged world leaders to take effective steps for the release of Bangabandhu. Basically, the release of Bangabandhu was accelerated due to various initiatives of Tajuddin Ahmed during liberation war.]